কবিতা ও সমসাময়িকতা

শুভ্রাংশু রায়চৌধুরী

কবিতার বিষয়ে যতই ভাবছি, বিচার বিশ্লেষণে যাচ্ছি ততই একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে কবিতা ও বর্তমান সময়ের মধ্যে ব্যবধান বড়ই দুস্তর হয়ে পড়ছে। এতই বেশি এই ব্যবধান -- দুটো যেন দুই জগতের ব্যাপার। ক্রমে কবিতার জগত আবদ্ধ হয়ে পড়ছে তার নিজের চিন্তা ভাবনায়, পরিচিত পরিকাঠামোয়, সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম নিগড়ে। আর সে জগত যে কত পুরনো তা বলতে হয় না। ক্লাসিক্যাল যুগ থেকে কবিতা যদি এগোয় দু পা তো সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে যায় দু'কিলোমিটার। এ ব্যবধান মেনে নিয়েই কবিতা চর্চা চলছিল এই ভেবে যে, বিষয়টা যখন কবিতা তখন ওরকম ব্যবধান হবেই।

একথাটা নিয়ে যে কেউ ভাবেনি তা নয়। যুগে যুগেই এ চিন্তা নিয়ে অনেকে মাথা ঘামিয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হয়েছে। কিন্তু ফল বিশেষ কিছু হয়নি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ক্ষণটিতেই নিশ্চিন্ত ভাবে মুখের ভাষাই ভাবনা-চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের ভাষা ছিল। কিন্তু তখন থেকেই আবার কবিতাকেও একটি বিশেষ শিল্প হিসাবে দেখা হয়েছে। কবিতার ভাষা তখনও সাধারণ মুখের ভাষা ছিল না। কবি ভাষাকে নানা ভাবে সাজিয়ে তার সঙ্গে কল্পনা মিলিয়ে এক শিল্প বানিয়েছিলেন। যার নাম হয়েছিল কাব্য কবিতা। তার চতুর্যে মানুষ মুগ্ধ হয়েছিল -- যেমন হত অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে। সেই থেকে কবিতার আসন ভিন্ন। কবি অন্য মানুষ। তাকে কখনো বা দার্শনিক, কখনো শ্রেষ্ঠ মানব বলা হয়েছে। গদ্যের কপালে তা জোটেনি। হোমার থেকে শু করে প্রায় সব কবিই তার কাব্য শু করতেন এক অদৃশ্য কাব্য শক্তির বন্দনা করে। সেই থেকে কাব্যের একটা বিমূর্ত চিত্রও তৈরী হয়েছে। কখনও বা মূর্তও।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিডজ, শেলী, কিট্সদের সময় থেকে যে কবিতার যুগ আরম্ভ হয়েছে, সেখানেও কবিতার কিহওয়া উচিত ঐ আলোচনায় (imagination)কল্পনা ইত্যাদি নিয়েই মূলতঃ আলোচনা হয়েছে। কবিতার বিষয় পরিবর্তন, সমসাময়িকতা ইত্যাদি নিয়ে বিশেষ চিন্তা-ভাবনা হয়নি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এরemotion recollected in tranquility বস্তুত কবিতাকে অন্তত কবিতার বিষয়বস্তুকে প্রকৃত ভাবেই অতীতে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কবিতা ব্যাপারটা অতীত রোমন্থনের বিষয় বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। দেখা মাত্র, জানা মাত্র কবিতা লেখা চলবেনা বলে তাৎক্ষণিক ভাবনাকে, বিষয়কে বাসি হতে দিতে বলা হয়েছে। কিছু কিছু বস্তু আছে, তাকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেখে দিলে গেঁজিয়ে ওঠে ও তা থেকে সুরা তৈরি হয়। কবিতার ব্যাপারটা অনেকের ধারণায় এরকমই একটা প্রক্রিয়া। এছাড়াও কবিতা কোন বাস্তব ব্যাপার হতে পারেনা-- এ ধারণা দীর্ঘদিন ধরে তৈরী করা হয়েছে। কবিতার বিষয়ে কিছু কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা যাক--

(1) And he tells lies and mixes true and false in such a way that the middle is consistent with the beginning and the end with the middle. Horace, Arts poetica (ll)151-2

(2) We have known festivals without pipes and dances but never of a poem without its fabulous or ficticious elements---Plutarch, How to study poetry.

(3) For he knows poet never credit gained by writing truths, but things like truths well feigned. Ben Johnson

(4) Poetry is the art at uniting pleasure with truth, by calling imagination to the help of reason.

Samual Johnson, Life of
Milton 1779 (lives 120)

এরকম অসংখ্য উদারহণ দেওয়া যেতে পারে যা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনে কবিতার একটি মূর্তি তৈরী করে দিয়ে গেছে ; অবশ্য সবাই এতটা জেনে-বুঝে পড়াশুনা করে কবি হচ্ছেন, এটা ঠিক নয়। বরং উল্টোটাই ঠিক। এসব না জেনেই খালি চোখের সামনে আছে, সেই সব উদারহণ দেখে অনুকরণ করেই প্রায় সব নতুন কবি জন্ম নিচ্ছেন। তাই পুরানো প্রথাটা চলে আসছে সেই আবহমান কাল থেকেই প্রায় একইভাবে। পুরানো ডাকটিকিটের নিশ্চয়ই দাম আছে, কিন্তু সংগ্রহক ারীদের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। কবিতাও কি তাই সীমাবদ্ধ হতে চলেছে? হয়তবা হয়ে গেছেও। যতদূর জানা যায়, কবিতাকে সমসাময়িক এবং বাস্তবতার কাছাকাছি আনার সফলতম প্রচেষ্টা করেছিলেন--Mallarme, Valery প্রভৃতি ফরাসী কবিরা এবং Eliot, Hulme, Pound এবং অন্যান্য আধুনিক ভাষার কবিরা।
এঁরা দুটো বিষয়ের উপর গুত্ব দিয়েছিলেন-- প্রথমত কবিতার ভাষা হবে মুখের ভাষার মত। দ্বিতীয়ত-- কবিতার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত সমসাময়িক মানুষের চিন্তা-ভাবনার প্রতীক এবং বাস্তবসম্মত।
এলিয়ট তাই কবিতা কিভাবে লিখতে হবে তাঁর কথায় বলেছিলেন objective correlative-এর কথা। সম্ভবতঃ এই প্রথম subjective এর স্থানে objective কথাটি প্রাধান্য পায়।
সমসাময়িক যুগকে তুলে ধরতে এবং আজকের যুগের মানুষকে চিত্রিত করিতে এলিয়ট বললেন--
We are the hollow men / we are the stuffed men / leaving together headpiece filled with straw, Alas''!
"The waste land" -এ, এ যুগের মানুষের মনের ভিতর যে মভূমি তার কথা বলতে চাইলেন। অন্যত্র বাস্তব চিত্রকল্প দিতে গিয়ে বললেন,---
let no go then, you and I
when the evening is spread out against the sky,
like a patient etherised upon a tabee,
অথবা
Arther Edward cyrill parken is appointed telephone operater,
at a salary of one pound ten a week rising by
annual increments of five shillings to two pounds ten a week with a bonus
of thirty shilling st christmas and one week leave a year' । এরকম আরও দৃষ্টান্ত, এলিয়ট এবং অন্যান্য কবিদের কবিতায় পাওয়া যাবে। একটা তীব্র প্রচেষ্টা কবিতাকে তৎকালীন সময়ের কাছাকাছি নিয়ে আসার। বলা যেতে প ারে বাংলায় বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দের কবিতায় এই প্রচেষ্টা বিশেষ করে দেখা যায়। কিন্তু বাঙালি মানসিকতা, যা অবাস্তব, অলীক অতীন্দ্রিয় স্বপ্ন বিলাসে। ফলে এলোমেলো জটিল দুর্বোধ্য কবিতা সৃষ্টি হল-- যাতে কাল, যুগ বিষয়বস্তু এমনকি, ভাষাটাই বোঝা অসম্ভব হয়ে উঠলো। এর সঙ্গে ঝোক্ এল--সংস্কৃত কাব্যের ছন্দ, মাত্রা, অলঙ্কার ও ইংরাজী কবিতার রেটোরিক ট্রেজেডি মিলিয়ে তৈরী করা বাংলা কবিতায় ব্যাকরণ মেনে চলার অভিজাত প্রচেষ্টা। আজকাল কবিত ার বিষয় বস্তু ভাষা নিয়ে আলোচনা প্রায় নেইই। মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা অবশ্য চোখে পড়ে।

বাংলা কবিতা কি এবং কিভাবে চলবে তা নিয়ে মোটামুটি একটা নির্ধারিক গোষ্ঠীর অদৃশ্য উপস্থিতিও অনুভব করা যায়। যদিও পেটেন্টের জন্য এখনও কেউই প্রত্যক্ষ দাবী করেননি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com